কম বাণিজ্য ও লোকসানে থাকা স্থলবন্দর বন্ধ হবে: নৌপরিবহন উপদেষ্টা

সংগৃহীত ছবি

নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, লোকসান এবং কম বাণিজ্যিক কার্যক্রমের কারণে দেশের ২৪টি স্থলবন্দরের মধ্যে ৮টি বন্দর বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪টি ইতিমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে। বড় বন্দরগুলো আধুনিকায়ন এবং কিছু নদীবন্দর বেসরকারি খাতে দেওয়ার পরিকল্পনাও চলছে।

শনিবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকালে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর পরিদর্শনকালে নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দেশের সব স্থলবন্দর সমানভাবে লাভজনক নয়। যেসব বন্দর দিয়ে পর্যাপ্ত আমদানি-রপ্তানি হয় না এবং দীর্ঘদিন ধরে লোকসানে রয়েছে, সেগুলো ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। বর্তমানে ২৪টি স্থলবন্দরের মধ্যে ৮টি বন্দর বন্ধের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৪টি ইতোমধ্যে কার্যকরভাবে বন্ধ হয়েছে।

তিনি জানান, বড় ও গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দরগুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। পাশাপাশি কিছু নদীবন্দর বেসরকারি খাতে হস্তান্তরের মাধ্যমে সেবার মান ও দক্ষতা উন্নত করার চেষ্টা চলছে।

LENS ASIA

পরিদর্শনকালে তিনি হিলি বন্দর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ব্যবসায়ীরা বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, রাস্তাঘাট সংস্কার, পর্যাপ্ত ওয়্যারহাউজ নির্মাণসহ বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন।

পরে নৌপরিবহন উপদেষ্টা বন্দর ও কাস্টমসের বিভিন্ন স্থাপনা ঘুরে দেখেন। এ সময় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মানজারুল মান্নান, কাস্টমসের রংপুর বিভাগীয় কমিশনার অরুণ কুমারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।